আসসালামুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহহ ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রহমাহির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়: পবিত্র কুরআনের ৪০ টি রব্বানা দোয়া সিরিজ-৫

১. এই রাসূলের কাছে যে কিতাব নাযিল হয়েছে তারা (আহলে কিতাবের কিছু লোক) যখন তা শুনে, তুমি দেখবে তখন **সত্য উপলব্ধি কারণে তাদের চোখ অশ্রুসিক্ত। তারা বলে:**

رَبَّنَا ءَامَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّـٰهِدِينَ

আমাদের প্রভু! আমরা ঈমান আনলাম, আমাদেরকে সাক্ষীদের অন্তর্ভুক্ত করো।

(সূরা ৫ আল মায়েদা আয়াত ৮৩)

২. ঈসা (আ:) এর অনুসারী হাওয়ারিরা তাকে (ঈসাকে) আল্লাহর কাছে দোয়া করতে বললো আল্লাহ তা'য়ালা যেন তাদের জন্য টেবিল ভর্তি খাবার (মায়েদাহ) নাজিল করেন। **এবং হাওয়ারিরা আরো বলেছিল:** আমারা সে খাবার খাবো, অন্তরে প্রশান্তি লাভ করবো এবং আপনি আমাদেরকে সত্য বলেছেন তার সাক্ষী হয়ে থাকবো।

তখন ঈসা (আ:) আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন:

رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّأَوَّلِنَا وَاخِرِنَا وَايَةً مِّنكَ وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّٰزِقِينَ

হে আমাদের প্রভু! আপনি আসমান থেকে আমাদের জন্যে একটি খাবারে পূর্ণ মায়েদা (খাঞ্চা) নাযিল করেন এটা আমাদের জন্যে এবং আমাদের পূর্ব ও পরবর্তী লোকদের জন্য হবে আনন্দের কারণ এবং আপনার পক্ষ থেকে হবে একটি নিদর্শন। আর আমাদেরকে রিজিক দান করেন, কারণ আপনিই তো সর্বোত্তম রিজিকদাতা।

(সূরা ৫ আল মায়েদা আয়াত ১১৪)

৩. যখন আদম ও হাওয়া শয়তানের কুমন্ত্রণায় বেহেশতে নিষিদ্ধ গাছের (ফল) আস্বাদন করলো, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়লো এবং জান্নাতের পাতা দিয়ে নিজেদের ঢেকে নিতে থাকলো।

তখন তারা (আদম ও হাওয়া) দোয়া করলো:

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَـٰسِرِينَ

আমাদের প্রভু! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি। এখন তুমি যদি আমাদের ক্ষমা না কর এবং আমাদের দয়া না করো, তাহলে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে শামিল হয়ে পড়বো।

(সূরা ৭ আল আ'রাফ আয়াত ২৩)

৪. (জান্নাত ও জাহান্নাম) উভয়ের মধ্যে থাকবে একটি হিজাব (পর্দা), আর কিছু লোক থাকবে আ'রাফে। তারা সবাইকে চিনবে তাদের লক্ষণ দেখেই। তারা জান্নাতবাসীদেরকে ডেকে বলবে, আপনাদের প্রতি সালাম। তারা (আরাফে যারা অবস্থান করবে তারা) তখনো জান্নাতে দাখিল হয় নি, তবে প্রত্যাশা করবে। আর যখন তাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয়া হবে জাহান্নামবাসীদের প্রতি, **তখন তারা বলবে,**

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّٰلِمِينَ

আমাদের প্রভু! আমাদেরকে এই জালিম লোকদের সাথী করো না। (সূরা ৭ আল আ'রাফ আয়াত ৪৭)

৫. শুয়াইবের কাওমের অহংকারি নেতারা বলেছিল, হে শুয়াইব! আমরা তোমাকে এবং তোমার সাথে যারা ঈমান এনেছে, তাদেরকে আমাদের জনপদ থেকে বের করে দেব, অথবা তোমাদের ফিরিয়ে আনবো আমাদের আদর্শে। শুয়াইব ও তার সাথীরা বলেছিল, আমরা তোমাদের আদর্শে ফিরে যেতে পারি না। আমরা তাওয়াক্কুল করেছি আল্লাহর উপর। **তখন তারা দোয়া করেছিল:**

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَٰتِحِينَ

হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের ও আমাদের কমের মাঝে হকভাবে ফায়সালা করে দাও, তুমিই সর্বোত্তম ফায়সালাকারী। (সূরা ৭ আল আ'রাফ আয়াত ৮৯)

৬. যখন ফেরাউনের ম্যাজিশিয়ানরা মুসার কাছে পরাজিত হলো, তখন ম্যাজিশিয়ানরা সেজদায় লুটিয়ে পড়লো এবং বললো, আমরা ঈমান আনলাম রাব্বুল আলামিনের প্রতি, যিনি মুসা ও হারুনের রাব্ব। ফেরাউন বললো, আমি বিপরীত দিক থেকে তোমাদের হাত ও পা কেটে দেব, তারপর তোমাদের সবাইকে করবো শূলবিদ্ধ । এবং ম্যাজিশিয়ানরা বললো, তুমি (ফেরাউন) তো কেবল এ কারণেই আমাদের থেকে প্রতিশোধ নিচ্ছো যে, আমরা আমাদের প্রভুর নিদর্শনের প্রতি ঈমান এনেছি, যখন তা আমাদের সামনে প্রমাণিত হয়েছে। **এবং তারা দোয়া করলো,**

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ

হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে সবর করার শক্তি দাও এবং আমাদের ওফাত দান করো মুসলিম হিসেবে। (সূরা ৭ আল আ'রাফ আয়াত ১২৬)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, ছোট ছোট ৬ টি রব্বানা দোয়া উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো অর্থ বুঝে বুঝে বারবার তেলাওয়াত করলে মুখস্ত হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। আসুন আমরা পবিত্র কোরআনের রব্বানা দোয়াগুলো দিয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে থাকি। আল্লাহ তা'য়ালার কাছে দোয়া করার সময় এবং কুরআনের সত্য উপলব্ধি করতে পারার জন্য আমরা কান্নাকাটি করি। আশা করা যায়, মহান, গফুরুর রহিম আমাদের প্রভু আমাদের হাত ফিরিয়ে দেবেন না। আমাদের দোয়া কবুল করবেন।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ